কে মুরতাদ ?

(এ নিবন্ধের অংশবিশেষ দৈনিক ভোরের কাগজ ১০ জুলাই ২০০৪ তারিখে মুক্তচিন্তা বিভাগে প্রকাশিত। এর পরের সপ্তাহেই আবার সর্বমোট ২২ জনকে মুরতাদ ঘোষনা দেয়া হয়েছে বলে ইন্টারনেটে খবর উঠেছে)।

গত রবিবার ২৭শে জুন ৩৩ মুক্তিসন (২০০৪ সাল) সকাল দশটায় ঢাকাতে "নাস্তিক-মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি" আর "মুসলিম মিল্লাত শারিয়া কাউন্সিল"-এর ঢাকা মহানগরী কমিটির সভায় প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মওলানা সাফায়েত উল্লাহ জালালী-র সভাপতিত্বে শারিয়া কাউন্সিলের সভাপতি মওলানা মুফতি কুদরতে এলাহী, এবং সদস্য মওলানা জাকারিয়া, মওলানা একায়েদ উল্লাহ, মওলানা কেরামত আলী, মওলানা আবদুল জব্বার ফতেহপুরী, মুফতি সালেহ আহমদ প্রমুখ (তাঁদের মতে) এক বিশেষ সিদ্ধান্তে বিভিন্ন "ইসলাম বিরোধী" কর্মকান্ডের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুনতাসির মামুন আর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মাহবুবুল মোকাদ্দেস আকাশকে সুরা তওবার ৬ নম্বর আয়াত অনুযায়ী "মুরতাদ" অর্থাৎ ইসলাম-ত্যাগী ঘোষনা করে ইসলামের আনুষ্ঠানিকতায় ফিরে আসার জন্য তিন মাসের সময় দিয়েছেন। তিন মাসের মধ্যে অধ্যাপকরা এ প্রস্তাবে সম্মত না হলে সুরা তওবার ১১১ নম্বর আয়াত অনুযায়ী তাঁদের হত্যার সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

ওই নামের মওলানা-মুফতিদের নাকি পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু কান্ডটা কেউ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এবং এ "ইচ্ছে"টা বাংলাদেশের কারো কারো মাথায় খেলা করছে তাতেও সন্দেহ থাকার কথা নয়। সে হিসেবে ঘটনাটা তাঁদের ভবিষ্যৎ মহা-পরিকল্পনার আরেকটা "টেষ্ট কেস" হিসেবে ধরে নিতে পারি আমরা। "মুরতাদ" বিষয়টা বাংলাদেশে অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এ ঘোষণায় বাংলাদেশী মুসলমানের ধর্মীয় আবেগের অপব্যবহার, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির সার্বিক অধঃপতন এবং প্রশাসনের ব্যর্থতা ছাড়াও অন্য কিছু দিক সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সেগুলো হল, উল্লিখিত মওলানা-মুফতিরা -

১। তাঁদের আপত্তিগুলো দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের কাছে না জানিয়ে বে-আইনীভাবে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়েছেন।
২। আদালতের সিদ্ধান্তের বাইরে মানুষ খুন করার ঘোষনার মত মারাত্মক অপরাধের দায়িত্ব নিয়েছেন।
৩। বিশ্বের সবাই এটা জেনেছে, তাঁরা ইসলামের বিকৃত হিংস্র রূপ তুলে ধরে দেশের ও ইসলামের ভাবমূর্তি আবারো নষ্ট করেছেন।
৪। মুরতাদ-বিষয়ে কোরাণ-হাদিসের নির্দেশ অমান্য করে ইসলামের সীমা লংঘন করেছেন যে বিষয়ে কোরাণ বারবার মুসলমানদের নিষেধ করেছে, সাবধান করেছে।
৫। সুরা তওবার ছয় ও এগারো নম্বর আয়াত সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
৬। আচার-আনুষ্ঠানিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে ইসলামের মূল শান্তি-বাণীকে অস্বীকার করেছেন।
৬। নিজেরা সন্ত্রাসের উদাহরণ শুরু করে অন্যদেরকে সন্ত্রাসে উৎসাহিত করেছেন।

আল্ কোরাণের অনেক আয়াতে মুসলমানদের প্রতি চিরকালের নির্দেশ আছে যেগুলো মুসলমানদের চিরকাল পালন করতে হবে। আবার অন্য অনেক আয়াতে শুধুমাত্র তখনকার তাৎক্ষণিক কিছু ঘটনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে, সে পটভুমির বাইরে ওই আয়াতগুলো প্রয়োগ করার নির্দেশ কোরাণ দেয়ও নি, প্রয়োগ করা যায়ও না। সে চেষ্টার ফলও হবে আমাদের জন্য মারাত্মক। যেমন, সুরা নিসা'র ১৫৪ আয়াতে আল্লাহ বলছেন "শনিবারের সীমা" লংঘন না করতে। এটা ছিল আল্লাহ'র তরফ থেকে শুধু সেই সময়ের আরবের সংস্কৃতি-ভিত্তিক নির্দেশ। যেহেতু আরবের বাইরে পৃথিবীতে কোন "শনিবারের সীমা" কোনদিনই ছিলনা এবং এখন আরবেও সে সংস্কৃতি আর নেই, তাই বাস্তবে এ আদেশ প্রযোজ্য হবার অবকাশ নেই। বাংলাদেশের ঘাড়ে এখন জোর করে "শনিবারের সীমা" চাপিয়ে দিলে কি দাঁড়াবে অবস্থাটা?

তাৎক্ষণিক নির্দেশের এমন আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে সারা কোরাণ জুড়ে, আছে সুরা মুনাফিকুন, মুমতাহিনা, নূর, তাওবাহ, আনফাল, মায়েদাহ, নিসা, বাকারা ইত্যাদি বহু বহু সুরায়। সুরা তওবার ছয় ও এগারো নম্বর আয়াতেরও সুস্পষ্ট কারণ ও পটভূমি ছিল যা তাৎক্ষণিক, শাশ্বত নয়। রসুল আর মক্কীদের মধ্যে সম্পাদিত হোদায়বিয়া সন্ধির চুক্তি যখন মক্কীরা ভঙ্গ করেছিল, তখন চুক্তিভঙ্গের অপরাধে মক্কীদের সাথে চুক্তি বাতিল এবং চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য মুশরিকদের সাথেও চুক্তি নবায়ন না করার ঘোষনা করা হয়।

তওবা-র প্রথম আয়াতগুলো হোদায়বিয়া সন্ধির সাথে সম্পর্কিত, তার বাইরে অন্য কোন ব্যাপারের সাথে নয়। সে জন্যই আয়াতগুলোতে বারবার "চুক্তি" ও "চুক্তিভঙ্গ" শব্দ দু'টোর উল্লেখ আছে। এ ছাড়া, সুরা তওবার ৬ নম্বর আয়াতে মুশরিকদের ক্ষমা করার কথা আছে, খুন করার নয়। খুন করার কথা আছে পাঁচ নম্বর আয়াতে, তা-ও সেটা মুশরিকদেরকে, মুরতাদকে নয়। আর ১১১ নম্বর আয়াতও নাজিল হয়েছে নবীজীর তৃতিয় আকাবা-বায়াতের ঘটনায় কিছু লোকের ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব হিসেবে। আজকের বাংলাদেশে এ আয়াত প্রয়োগ করে খুন-খারাপী করার প্রশ্নই ওঠেনা।

এবারে দেখা যাক কাউকে "মুরতাদ" ঘোষণা করার অধিকার কোরাণ-রসুল দিয়েছেন কি না, কেউ কাউকে মুরতাদ ঘোষনা করলে সেটা কি ইসলাম-সম্মত, না কি কোরাণের খেলাফ করার মত মারাত্মক অপরাধ। কোন কোন মওলানা বলেন, মুরতাদ শব্দটা এসেছে "রিদ্দা" থেকে, রিদ্দার মূল হল "রাদ"। সম্পর্কিত শব্দগুলো ইরতাদা, রিদ্দা, এবং রাদ্ সবই হল স্বকর্ম অর্থাৎ নিজে করতে হয়। বাইরে থেকে কেউ কাউকে স্বকর্ম করাতে পারে না। কোরাণও "মুরতাদ" শব্দটার এই অর্থটাই ধরে রেখেছে, নীচে দেখুন। যেমন, আত্মহত্যা। আত্মহত্যা যে করে, সে-ই করতে পারে। বাইরে থেকে কেউ অন্যকে খুন করতে পারে কিন্তু আত্মহত্যা করতে পারে না। রিক্যান্টেশন বা ধর্মত্যাগ-ও নিজে করতে হয়, নিজমুখে বলতে হয়। যেহেতু কর্মটা স্বকর্ম, তাই কেউ নিজ মুখে ঘোষনা না করা পর্য্যন্ত কাউকে মুরতাদ বলার অবকাশ বা অধিকার কারোরই নেই। ডঃ মামুন আর ডঃ আকাশ নিজেদের মুরতাদ ঘোষনা করেন নি। কাজেই উনাদের ব্যাপারে মওলানাদের ঘোষনা প্রযোজ্য নয়। ডঃ আজাদ তাঁর কিছু বইতে ধর্মে তাঁর অবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। সে হিসেবে উনাকে আমরা ইসলাম ত্যাগী অর্থাৎ মুরতাদ বলতে পারি। এবারে দেখা যাক তাঁর ব্যাপারে মওলানাদের ঘোষনা ইসলাম-সম্মত কি না, মুরতাদের ব্যাপারে খোদ আল্ কোরাণ কি বলছে।

সুরা নিসা আয়াত ৯৪ - "যে তোমাদেরকে সালাম করে তাহাকে বলিও না যে তুমি মুসলমান নও ...". অর্থাৎ যে সালাম করে, তাকে মুরতাদ বলার অধিকার কোরাণ কাউকে দেয়নি। বললেই সেটা হবে সরাসরি আল্লাহর আদেশের বিরোধীতা করা, যেটা আমাদের মওলানা-মুফতিরা এক্ষেত্রে করেছেন। না জেনে করে থাকলে এখন জানলেন, তওবা করে তাঁরা ঘোষণাটা ফিরিয়ে নিতে পারেন। আর জেনে যদি করে থাকেন, তবে তাঁরা সরাসরি আল্ কোরাণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছেন, সে দায়িত্ব সম্পুর্ণ তাঁদেরই। তবে আমরাও আমাদের জাতির বুদ্ধিসত্বাকে কারো খেয়াল-খুশীর খেলনা হতে দিতে পারিনা। ওই কোরাণের ভিত্তিতেই প্রতিবাদ পার হয়ে প্রতিরোধ আমাদের করতেই হবে।

মোটামুটি যে সুরা-আয়াতগুলোতে মুরতাদের ব্যাপারে কোরাণের নির্দেশ আছে তার মধ্যে সুরা নাহ্‌ল এসেছে মক্কাতে, বাকি নয়টা এসেছে মদিনাতে। লম্বা হয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগুলো দেব না, আপনারা মিলিয়ে নিতে পারেন। আগে-পরের আয়াতগুলোর সাথে শানে নজুলও পড়ে নিন, যাতে "পটভুমির বাইরে",- এই অভিযোগের সম্ভাবনা না থাকে। পড়ে নিন সুরা বাক্বারা-২১৮, ইমরান -১০৬ ও ১৪৪, মায়েদা-৫৪, আদ্-দাহার-২৯, কাহ্‌ফ-২৯, আল যুমার-১৫, আল গাসিয়াহ-২৩ ও ২৪। আশ শুরা-র আয়াত ১৬ দেখা যেতে পারে, দেখা যেতে পারে সুরা তওবার আয়াতগুলোও, সংশ্লিষ্ট হিসেবে। সুরা ইমরান আয়াত-৭ এবং আরো অনেক আয়াতে কোরাণ বলেছে, কোরাণের কিছু অংশ সুস্পষ্ট এবং সেটাই এ কেতাবের আসল অংশ। সেই আসল অংশের সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি দিচ্ছি এবারে।

আল্লাহ ইসলাম-ত্যাগী মুরতাদের কথা অনেকবারই বলেছেন এবং নিজেই শাস্তি দেবেন বলেছেন। নিজে শাস্তি দেবেন বলেই আল্লাহ মুরতাদকে খুন তো দুরের কথা, কাউকে মুরতাদ ঘোষণারও অধিকার দেন নি। আমি আমাদের মওলানাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করব তাঁরা যেন অন্য যে কোন কারণেই হোক কোরাণের এ সুস্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা না করেন। হাদিসেও মুরতাদ খুনের কোন সুত্র নেই, সে কথায় পরে আসছি।

সুরা মুনাফিকুন, আয়াত-৩ ও ৪:-ইহা এই জন্য যে তাহারা বিশ্বাস করিবার পর পুনরায় কাফের হইয়াছে।..... তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাহাদিগকে।

সুরা আত্ তাওবাহ, আয়াত ৬৬:- "ছলনা করিও না, তোমরা যে কাফের হইয়া গিয়াছ ঈমান প্রকাশ করিবার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে আমি যদি ক্ষমা করিয়াও দেই তবে অবশ্য কিছু লোককে আজাবও দিব"।

সুরা আত্ তাওবাহ, আয়াত ৭৪:- "....... মুসলমান হইবার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হইয়াছে ....তাহাদিগকে আজাব দিবেন আল্লাহতা'লা, বেদনাদায়ক আজাব দুনিয়াতে এবং আখেরাতে"।

সুরা নাহ্‌ল, আয়াত ১০৬:- "…….যে কেহ বিশ্বাসী হইবার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাদের উপর আপতিত হইবে আল্লাহ'র গজব এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে শাস্তি"।

সুরা নিসা, আয়াত ১৩৭:- "যাহারা একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গিয়াছে, আবার মুসলমান হইয়াছে এবং আবারও কাফের হইয়াছে এবং কুফরিতেই উন্নতিলাভ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদেরকে না কখনও ক্ষমা করিবেন, না পথ দেখাইবেন"।

এবারে কোরাণের আরও সুস্পষ্ট বাণী, সুরা ইউনুস, আয়াত ৯৯:-"আর তোমার পরওয়ারদিগার যদি চাহিতেন তবে পৃথিবীর বুকে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা সকলেই ইমান নিয়া আসিত সমবেত ভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে ইমান আনিবার জন্য"?

এই আয়াত গুলোতে প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলমানের জন্য রয়েছে তার মা'বুদের জলদগম্ভীর সুস্পষ্ট নির্দেশ, ধর্মত্যাগীকে তাঁর হাতেই ছেড়ে দিতে, ওতে মানুষের এখতিয়ার নেই। তিনিই ওদের দেখে নেবেন, কোন মানুষ কোন রকম জবরদস্তি করতে পারবে না। কাজেই, অধ্যাপকদের "ইসলামে ফিরে আসার" জন্য জবরদস্তি করে (তা-ও আবার তিন মাসের মধ্যে) কোরাণের সুস্পষ্ট বরখেলাফ করেছেন আমাদের মওলানারা। দ্বিতিয়তঃ, সুরা নিসা, আয়াত ১৩৭ -"একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গিয়াছে, আবার মুসলমান হইয়াছে এবং আবারও কাফের হইয়াছে" -এ আয়াতে একই মুসলমানের প্রথমে মুরতাদ হবার পর আবার ইসলাম গ্রহন করে আবারও মুরতাদ হবার কথা বলা আছে। হ্যাঁ, এ-ই হল "লা ইকরাহা ফিদ্বীন" - ধর্মে জবরদস্তি নেই। মওলানারা যদি মুরতাদকে খুন করেন, তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমবার মুরতাদ হলে তাকে খুন করতে হবে, তারপর সেই লাশকে আবার মুসলমান হতে হবে। তারপর সেই লাশকে আবারও ইসলাম ত্যাগ করতে হবে এবং সেজন্য সেই লাশকে দ্বিতিয়বার খুন করতে হবে। এ জগাখিছুড়ী বাস্তবে সম্ভব নয়। লাশ তার ধর্মবিশ্বাস পাল্টাতে পারে না আর এক লোককে দু'বার খুন করা যায় না। আমাদের মওলানাদের বুঝতে হবে, ইসলামকে রক্ষা করার জন্য অনেক বড় শক্তি নিরন্তর কাজ করছে, মানুষকে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না। খামাখা হুড়-হাঙ্গামা করলে সেই মহা-শক্তিকে শুধু বিরক্তই করা হয়।

"শান্তির ধর্ম" মুখে দাবী করাটা সহজ, কাজে দেখানোটা বড় কঠিন। অশান্ত পরিস্থিতিতে শান্ত থাকা এবং শান্তি বজায় রাখা-ই এ দাবীর সুকঠিন মর্মবাণী। সে যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহের কিছু তাৎক্ষণিক আয়াত ছাড়া এই শ্বাশ্বত দাবীর মর্যাদা কোরাণ রেখেছে বারবার, শত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও। আমি আবারও আমাদের মওলানাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করব তাঁরা যেন নিজেদের উত্তেজিত আবেগে ভুল না করেন, শান্ত ব্যবহারের মাধ্যমে কোরাণের এই গুরুত্বপুর্ণ দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন, গরম মাথায় এ দাবীর ক্ষতি না করেন। মুরতাদ তো মুরতাদ, আল্লাহ-কোরাণ-রসুলকে নিয়ে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা বা বিদ্রূপ করাটা কি তার চেয়েও অনেক বেশী অপরাধ নয়? এই জঘন্য অপকর্মটা-ই করেছেন সাল্‌মান রুশদী, গঠনমূলক সমালোচনা না করে ইসলামকে নিয়ে শুধু ঠাট্টা-তামাশা করেছেন তাঁর "স্যাটানিক ভার্সেস" বইতে। এক্ষেত্রে রাগে রক্ত মাথায় চড়ে আমরা তাঁর ওপর ডান্ডা হাতে চড়াও হলে তার একটা মানবিক যুক্তি আছে। কিন্তু এই অসহ্য পরিস্থিতিতেও "শান্তির ধর্ম"-এর কঠিন দাবী বজায় রেখেছে কোরাণ। নিষেধের তর্জনী তুলে কোন রকম হিংস্রতা করতে সরাসরি নিষেধ করেছে সে, দুরদর্শী বেহেশ্‌তি নেতার মত শান্ত থাকার আদেশ দিয়েছে। কাজটা কঠিন, কিন্তু সত্যিকারের মুসলমান হতে হলে এ আদেশ মানা ছাড়া উপায় নেই। দেখুন সুরা আল্‌ জাসিয়া আয়াত ৯ - "যখন আমার কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাহাকে ঠাট্টারূপে গ্রহন করে। ইহাদের জন্যই রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে জাহান্নাম।" আর দেখুন সুরা নিসা আয়াত ১৪০-এর পরিষ্কার আদেশ:- "যখন আল্লাহতা'লার আয়াতসমুহের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হইতে শুনিবে, তখন তোমরা তাহাদের সহিত বসিবে না, যতক্ষণ না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া যায়"। হ্যাঁ, এ-ই হল সত্যিকারের শান্তির ধর্ম। এ আদেশ না মানলে কি হবে? সেটাও বলে দিয়েছে আল্‌ কোরাণ পরের আয়াতেই - "তাহা না করিলে তোমরা-ও তাহাদের মত হইয়া যাইবে"।

আর কত স্পষ্ট করে বলতে হবে কথাটা? এ-ই হল শান্তির ইসলাম, কারণ ঠাট্টা করে কোন ঐশী দর্শনকে উৎখাত করা যায় না।

এবারে নবীজীর দিকে তাকানো যাক। আল্লার রসুল, আল্‌ কোরাণেরই প্রতিধ্বনি করেছেন তিনি। তাঁর সাহাবী উসামা যখন এক কাফেরকে খুন করতে উদ্যত, তখন সেই শেষ মুহুর্তে সে কাফের বলে উঠল - "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ"। কিন্তু সেটা জান বাঁচানোর জন্য মিথ্যে কথা মনে করে উসামা তাকে খুন করলেন। শুনে নবীজী এত আক্ষেপ করেছিলেন, উসামা'র

ওপরে এত ক্ষুব্ধ হয়াছিলেন যে বলার নয়। একবার নয়, বার বার তিনি বলছিলেন, "কে তোমাকে কলমা-র দায় হইতে মুক্ত করিবে, উসামা"?, ""তুমি কি তাহার বক্ষ চিরিয়া দেখিয়াছ - তাহার মনের মধ্যে কি আছে"?? উসামা বলেন, - "আমি তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর কখনোই কাহাকেও কতল করিব না যে কলমা পড়িয়াছে" - (সিরাত রসুলুল্লাহ - ইবনে হিশাম-ইশাক - অনুবাদ এ. গয়োম - পৃষ্ঠা ৬৬৭ এবং *Volume 9, Book 83, Number 11)*। নবীজীর কত বড় বরখেলাফ করেছেন আমাদের মওলানারা, ভাবলে চোখে পানি এসে যায়। আমি তাঁদের দাঁড় করিয়ে দিতে চাই নবীজীর সামনে জবাব দেবার জন্য। কলমা-র কাছে দায়ী হয়েছেন তাঁরা, কলমার দায় বড় দায়। তাঁর জীবনে অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নবীজী যত ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ধর্মে বাড়াবাড়ি করার জন্য, তত ক্ষিপ্ত তিনি আর কোন কারণেই হননি (সহি বোখারি - খন্ড ১, হাদিস ৬৭০)। এ কথাও তিনি বলেছেন "যে কেউ আল্লাহ-র সাথে অংশীদার না করবে, সে-ই বেহেশতে যেতে পারে" -(ঐ, হাদিস ১৩০)।

আরও আছে। দেখুনঃ- " আমার পরে তোমরা একে অন্যের গলা কেটে নিজেরাই মুরতাদ হয়ে যেও না" - (ঐ -হাদিস ১২২)।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ডঃ মুহসিন খানের বোখারি-অনুবাদেও আছে এই হুঁশিয়ারীঃ- দেখুনঃ- *Volume 9, Book 83, Number 5:* Narrated Al-Miqdad bin 'Amr Al-Kindi: An ally of Bani Zuhra who took part in the battle of Badr with the Prophet, that he said, "O Allah's Apostle! If I meet an unbeliever and we have a fight, and he strikes my hand with the sword and cuts it off, and then takes refuge from me under a tree, and says, 'I have surrendered to Allah (i.e. embraced Islam),' may I kill him after he has said so?" Allah's Apostle said, "Do not kill him." Al-Miqdad said, "But O Allah's Apostle! He had chopped off one of my hands and he said that after he had cut it off. May I kill him?" The Prophet said. "Do not kill him for if you kill him, he would be in the position in which you had been before you kill him, and you would be in the position in which he was before he said the sentence." The Prophet also said to Al-Miqdad, "If a faithful believer conceals his faith (Islam) from the disbelievers, and then when he declares his Islam, you kill him, (you will be sinful). Remember that you were also concealing your faith (Islam) at Mecca before."

Volume 9, Book 83, Number 7 and 8: Narrated 'Abdullah bin 'Umar: The Prophet said, "After me (i.e. after my death), do not become disbelievers, by striking (cutting) the necks of one another. - Narrated Abu Zur'a bin 'Amr bin Jarir: The Prophet said "After me, do not become disbelievers, by striking (cutting) the necks of one another."

এবারে কি বলবেন আমাদের মুরতাদ-ঘোষণাকারী মওলানারা? জাতির আজ কত বড় দুর্ভাগ্য, আমাদের মওলানা-মুফতিরা নবীজীর এত স্পষ্ট হুঁশিয়ারী সরাসরি অমান্য করে আজ আমাদেরই অধ্যাপকদের গলা কাটতে উদ্যত। ওপরের হাদিসগুলোর অংকটা করলে ফল কি দাঁড়ায়? কে মুরতাদ?

ইসলাম ত্যাগের ঘটনাটা নবীজীর সময়ও কয়েকবারই ঘটেছে বলেই তো কোরাণে ওই আয়াতগুলো এসেছে। এমনকি এত সম্মানিত সাহাবি তাঁর ওহি-লেখক আবদুল্লা বিন সা'আদ -ও হঠাৎ মুরতাদ হয়ে মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিল। ছোটখাট মুরতাদ তো বটেই, এ হেন মহা-মুরতাদকেও খুন করেন নি নবীজী। এতে করে আমাদের মওলানাদের জন্য প্রত্যক্ষ এবং জ্বলন্ত উদাহরণ রেখে গেছেন। প্রায় একশ'টা যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে নবীজীর সময়, অনেক খুন-জখমও হয়েছে। সেসব সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত ধরা আছে তারিখ আল্ তাবারি, সহি সিত্তা (বোখারি-মুসলিম-নাসায়ী-আবু দাউদ--তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ বা মুয়াত্তা), ইমাম শাফি'ই আর ইমাম আবু হানিফার শারিয়া কেতাব আর ইবনে হিশাম-ইশাকের সিরাত রসুলুল্লাহ বইগুলোতে। কিন্তু হাজার হাজার পৃষ্ঠার এই সুবিশাল দলিলগুলোর মধ্যে একটা উদাহরণও পাওয়া যায়নি যেখানে কোন মুরতাদকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন নবীজী, কেউ পারলে দেখাক আমাদের। হারিথ নামের যে মুসলমান মুরতাদ হয়েছিল, তাকেও মাফ করেছিলেন তিনি (সিরাত - পৃঃ-৩৮৪)। উকিল গোত্রের যে আটজনকে আর অনেক পরে মক্কা বিজয়ের দিনে ইবনে খাত্তাল সহ যে চারজনকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন তিনি, তারা অন্যান্য অপরাধ করেছিল (সহি বোখারি- খন্ড ৪, হাদিস ২৬১ ও অধ্যায় ১৬৯)। তাঁর সামনেই প্রকাশ্য কথায় এক নাম না জানা বেদুঈনও মুরতাদ হয়েছিল, তার কোনই শাস্তি দেন নি নবীজী।

অথচ নবীজী নিজে না দিলেও সহি বোখারিতে দেখি এক মুসলমান খুন করেছে এক মুরতাদকে, "নবীজী বলেছেন" বলে। আমরা জানি, বহু লোকেরা "নবীজী বলেছেন" বলে কত জাল হাদিস দিয়ে নিজেদের অপকর্মকে ওই নবীজীর নামেই হালাল করেছে।

নবীজীর মৃত্যুর পরে পরেই আবুবকরের বিরুদ্ধে কিছু রাজনৈতিক বিদ্রোহ হয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল রাজনৈতিক টানাপোড়নের ব্যাপার। সেটাকে কেউ ইসলাম-ত্যাগ বলে নি, পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা-ও বলেন নি। বার্নার্ড লুইসও সে কথা স্পষ্টই বলেছেন তাঁর ‘‘দি অ্যারাব্স্ ইন হিষ্ট্রি’’ বইতে। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে কোনই মুরতাদ-হত্যার দলিল পাওয়া যায় নি।

এবারে শারিয়ার আইন। শারিয়া যখন বানানো হচ্ছিল, সেই সপ্তম-অষ্টম-নবম শতাব্দীর মুসলমানদের অবস্থা খেয়াল করুন। পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে যুদ্ধ তখন তুমুল। আরবের শুকনো মরুভূমি থেকে অবিশ্বাস্য সামরিক শক্তিতে বেরিয়ে এসে মুসলিম সৈন্যরা তখন ঝড়ের মত ছুটে গিয়েছিল সর্বত্র। পুরোটা মধ্যপ্রাচ্য শুধু নয়, আফ্রিকা-এশিয়ার দেশের পর দেশ তাদের পদানত হচ্ছিল প্রত্যেকটা দিন। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সেই উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বানানো হচ্ছিল মুসলমানের আইন, শারিয়া। এ হেন ক্রান্তিকালে মুসলমানের সুসংহত সংঘবদ্ধ ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন এক মুসলমান মুরতাদ হয়ে গেলে যুদ্ধজর্জরিত অন্য মুসলমানদের ওপরে তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা প্রবল, সেটা মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত সর্বনাশা হতে পারে। তাই সে পথে মুরতাদের মৃত্যুদন্ড, বিয়ে নাকচ, উত্তরাধিকার নাকচ ইত্যাদির লাঠি তুলে ধরেছেন আমাদের শারিয়া-ইমামেরা। পরবর্তীকালেও শারিয়া এই একই চাপের মধ্যে বড় হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইবনে তাইমিয়ার সময়ের কথাই ধরুন। পুবদিকে অমুসলিম মঙ্গোলের ধাক্কা, পশ্চিমেও মুসলিম শক্তির অবক্ষয় তখন শুধু দেয়ালের লিখন। খ্রীষ্টানদের প্রচন্ড চাপের মুখে পুরো স্পেন থেকে পেছনে হটে এসেছে মুসলিম শক্তি, দক্ষিণের ছোট্ট প্রদেশ গ্রানাডার রশি ধরে কোন রকমে ঝুলে রয়েছে সে। প্যালেষ্টাইন উপকুলে মঙ্গোলদের সহায়তায় তখনো ক্রুসেডারেরা আঘাতের পর আঘাত হানছে পশ্চিমে মুসলিমের শেষ শক্তি মামলুক সাম্রাজ্যের ওপর। মুসলমানের এই আত্মরক্ষার অগ্নিযুগে কোন মুসলমানের ইসলাম ত্যাগ করার উদাহরণ স্বভাবতঃই মৃত্যুদন্ডের যোগ্য। এই কারণগুলো সাময়িক এবং রাজনৈতিক। কোরাণ-হাদিসের খেলাফ বলে এগুলো ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গও নয় এবং এগুলো এখন আর খাটেও না।

মুরতাদ ফতোয়ার প্রথম বলি হলেন নবীজীর আদরের নাতি ইমাম হোসেন। এজিদের সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দেয়া হল ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে ফতোয়া, এজিদ-পালিত মোল্লারাই ছড়ালেন সেটা রাজ্যময়। এজিদের রাজকীয় আদেশ নয়, সেই ফতোয়াই ছিল ইমামের ঘাতকদের আসল মানসিক শক্তি, সেই ফতোয়া নিজের পাগড়ির ভেতরে রাখত ইমামের ঘাতক সীমার নিজে। ফতোয়াটা তারিখ-আল-তাবারিতে পাওয়া যায় (ডঃ সাচেদিনা)। ভারতের ইতিহাসে একমাত্র উদাহরণ হল আওরঙ্গজেবের আমলে এক পর্তুগীজ ইসলাম গ্রহন করে পরে মুরতাদ হয়, সে গুপ্তচবৃত্তি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, সম্রাট তাকে মৃত্যুদন্ড দেন। পরের দিকে কোন রকম কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে মুরতাদ-ফতোয়া নিয়ে শুরু হল হরির লুট। যে যাকে পারে মুরতাদ বলা শুরু করল। এই নাগীনীর বিষাক্ত ছোবলের হাত থেকে রেহাই পান নি বড়পীর সাহেবের মত বুজর্গ আর ইমাম তাইমিয়ার মত যুগশ্রেষ্ঠ নেতা, তাঁদেরকেও মুরতাদ ঘোষনা করা হয়েছিল -(ফতহুল গয়ব- বড়পীর সাহেবের বক্তৃতার সংকলন আর এ শর্ট হিষ্ট্রি অফ দি রিভাইভালিষ্ট মুভমেন্ট ইন ইসলাম - মৌদুদি- পৃঃ-৬৬)। চিন্তা করা যায়! মনসুর হাল্লাজ থেকে আমাদের মানবদরদী কবি নজরুল পর্য্যন্ত রক্ষা পান নি এ থেকে। নসর জায়েদের মত অনেক মুসলমান পন্ডিত ইসলাম না ছেড়েও এই ফতোয়ার উদ্যত খঞ্জর থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন, নাওয়াল সাদাবীর ৩৭ বছরের বিয়েকে তালাক ফতোয়া দেয়া হয়েছে। রক্ষা পাননি মওলানা মৌদুদিও। এ লম্বা লিষ্টিতে আর যাব না, তবে দেওবন্দি-বেরিলভির মওলানাদের পরস্পরকে ‘‘কাফের’’ বলার ফতোয়া আমাদের মনে আছে। মোদ্দা কথাটা হল, কোন না কোন মওলানার হুংকারে দুনিয়ার প্রতিটি মুসলমানই মুরতাদ, এমনকি একদল মওলানাদের ফতোয়ায় অন্যদল মওলানারাও মুরতাদ। সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ লজ্জাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এই ‘‘মুরতাদ’’ ফতোয়া নিয়ে। এ দলিল স্পষ্ট ধরা আছে পাকিস্তানের চীফ জাষ্টিস মুনির আর জাষ্টিস কায়ানি নিয়ে গঠিত ১৯৫৪ সালের পাঞ্জাব অ্যাক্ট-২ এর অধীনে কোর্ট অফ ইনকুয়ারী-র রিপোর্টে। পাকিস্তানের নামকরা মওলানাদের সাথে দীর্ঘকাল আলোচনা করে এই সত্য পাওয়া গেছে, একদল মওলানা রাষ্ট্রের গদীতে বসলে অন্য সব মওলানাদেরকে ‘‘মুরতাদ’’ ফতোয়ায় কল্লা কেটে ফেলবেন। গত বছর একই কথা বলেছেন বিখ্যাত শারিয়া-বিশেষজ্ঞ ডঃ আবদুল্লা নঈম নাইজিরিয়ার কনফারেন্সের বক্তৃতায়, একই কথা বলেছেন মাহমুদ তাহা, বলে চলেছেন ডঃ সাচেদিনা, ডঃ আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার, আরও অনেক মুসলমান ইসলামী বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের ডঃ তাজ হাশমী, ডঃ মায়মুল খান, কিন্তু কেউ শুনছে না।

গত চোদ্দ’শ বছরে আজ পর্য্যন্ত কোন মুরতাদের সাথে মওলানাদের সংলাপের উদাহরণ পাই নি। মওলানাদের সে সংস্কৃতিই গড়ে ওঠে নি। তাঁদের উচিত ছিল প্রত্যেকটি মুরতাদকে সমাদরে ডেকে আলোচনায় বসে তার ইসলাম-ত্যাগের কারণ খুঁজে বের করা, সে কারণ নিরসনের চেষ্টা করে তাকে ইসলামে ফেরানোর চেষ্টা করা। এ চেষ্টায় ফল কিছু হতই, ফল না হলেও অন্ততঃ ভালো কিছুর চেষ্টা তো হত। এই দরকারি কাজটাকে কখনোই দরকারি মনে করা হয় নি, সরাসরি খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মের লালন ও বিকাশ যে শুধুমাত্র আত্মার স্নিগ্ধনীড়েই, ডান্ডায়-হুংকারে নয়, ইসলামের এ সত্যটাকে উপলব্ধি করা হয় নি। মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে

জেলখানার মত করে বন্দী করে রাখার প্রাণপন চেষ্টা হয়েছে।

১৯৬৫ সালে বানানো মানবাধিকার-সনদের ১৮ নম্বর আর্টিকেল অনুযায়ী বিশ্বের প্রত্যেকটি লোকের ধর্ম-পরিবর্তনের সম্পুর্ণ অধিকার আছে। সব মুসলিম রাষ্ট্র সেটাতে সইও করেছে,(একমাত্র সৌদী আরব ছাড়া। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ, একশ' বিশ-ত্রিশ কোটির অসীম সমুদ্র, সুবিশাল জনতার বিশ্ব-মুসলিম! কোথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে যদি দু'চার শ' চলেই যায়? কোরাণের ''তোমার ধর্ম তোমার, আমারটা আমার'', ''ধর্মে শক্তিপ্রয়োগ নেই'', - এ বাণী দুটোর মর্যাদা তো রক্ষা হয়, নবীজীর প্রত্যক্ষ উদাহরণের মর্যাদা তো রক্ষা হয়, দুনিয়ার সামনে শান্তির ধর্মের অন্ততঃ একটা প্রমাণ তো হয়! ওদিকে অনেক অমুসলিম তো মুসলমান হচ্ছেই! ওরা মুসলমান হলে খুশীতে ফেটে পড়ি আমরা, কিন্তু কোন মুসলমান ঐ একই কাজ করলে যদি তাকে কতল করি তবে সেটা ইসলাম হতে পারে না। কোরাণ-রসুলই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইসলাম কোন ইঁদুর মারা কল নয় যে তার মধ্যে ঢোকা যাবে কিন্তু বেরোন যাবে না।

মওলানারা ভুল করেছেন, কোরাণের বাণী উপেক্ষা করে মহাভুল করেছেন। কোরাণের সুরা নিসা ৯৪, সুরা বাকারা ২৫৬ আর সুরা কাফিরুন আয়াত ৬ এর অবমাননা না করে মুরতাদকে হত্যা তো দুরের কথা, মুরতাদ ঘোষণা-ও সম্ভব নয়। শক্তি দিয়ে কারো ওপরে ধর্মের অনুষ্ঠানিকতা চাপিয়ে দিলেই ইসলামের শ্বাশ্বত মর্মবাণীর প্রতি আত্মার অনুগত্য আসবে, এটা তাঁদের নিদারুন ভ্রান্তি। শক্তিপ্রয়োগের বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী ঘৃণারই জন্ম হয়। এই করে করেই আজ ইসলামের মধ্যে রক্তচোখের দানব দেখছে দুনিয়ার মানুষ। আনুষ্ঠানিকতায় ধর্ম প্রমাণ হয় না, নামাজ-রোজা করা অনেক খুনী-ধর্ষকও আছে ইতিহাসে। মওলানাদের উচিত অনতিবিলম্বে ইসলাম-বিরোধী এ ঘোষনা ফিরিয়ে নেয়া। এতে দোষের কিছু নেই, শ্লাঘারও কিছু নেই। কারণ, মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। কিন্তু না শোধরালে এ মহাভুল আরও ভুলের জন্ম দিতে পারে। জাতির পিঠ ধীরে ধীরে দেয়ালে ঠেকে যাচ্ছে, কেউ হয়ত এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় মরিয়া হয়ে নজরুলের মত ''দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি'' বলে তাঁদের ওপরেও চড়াও হয়ে ''মুরতাদ'' ঘোষণা দিতে পারে, মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করতে পারে, এমনকি মাথার দামও ঘোষণা করতে পারে। আর বাংলাদেশে তো ভাড়াটে খুনী পাওয়া-ই যায়।

সে কালরাত্রি না নেমে আসুক জাতির জীবনে, ধর্মে কোন জবরদস্তি না হোক, সারা দুনিয়ায় ইসলামের শান্তির ভাবমূর্তি বজায় থাকুক। এ নেতৃত্ব দেবার গুরুদায়িত্বটা আমাদের মওলানা-মুফতিদেরই, সাধারণ মুসলমানদের নয়।

সবাইকে সালাম।

ফতেমোল্লা
২ রা জুলাই, ৩৩ মুক্তিসন (২০০৪ সাল)